بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

সত্যের আধুনিক প্রকাশ

◆

মা ক তা বা তু ল ফু র কা ন

www.islamibooks.com

Revised Edition, Nov 2023

مكتبة الفرقان

প্রফেসর হযরত মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান রহ.
কর্তৃক প্রবর্তিত *Learning the Language of Holy Quran*
কোর্সের সহজ শিক্ষা-পদ্ধতি অনুসরণে রচিত

পবিত্র কুরআনের ভাষা শিক্ষা

নির্দেশনায়

হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান রহ.

খলীফা, হযরত মাওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুযুর রহ. এবং
হারদুই হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক রহ.

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ

পবিত্র কুরআনের ভাষা শিক্ষা
মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
১০ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা
www.islamibooks.com
furqandhaka@gmail.com
+8801733211499

গ্রন্থস্বত্ব © ২০১৭–২০২৩ মাকতাবাতুল ফুরকান

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের অনুমতি সাপেক্ষে এ কিতাবটি কোনো সংযোজন-বিয়োজন ছাড়া রিপ্রিন্ট করার সুযোগ রয়েছে। তবে অন্য ভাষায় অনুবাদের ক্ষেত্রে অনুমোদনের প্রয়োজন নেই।

দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ এ মুদ্রিত; +৮৮০১৭৩০৭০৬৭৩৫
দ্বিতীয় সংস্করণ : জুমাদাল উলা ১৪৪৫ / নভেম্বর ২০২৩
প্রথম প্রকাশ : রমাযান ১৪৩৮ / মে ২০১৭
প্রচ্ছদ : সিলভার লাইট ডিজাইন স্টুডিও, ঢাকা
প্রুফ সংশোধন : মুহাম্মাদ হেমায়েত হোসেন, তৈয়বুর রহমান
ISBN : 978-984-92291-0-0
মূল্য : ৳৩০০ (তিন শত টাকা) USD 10.00

অনলাইন পরিবেশক
www.islamibooks.com; www.rokomari.com
www.wafilife.com

প্রকাশকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

প্রফেসর হযরত মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান রহ. ছিলেন বাংলাদেশের অন্যতম একজন দ্বীনি ব্যক্তিত্ব। ইংরেজি শিক্ষিত দ্বীনদারদের প্রতি তার দরদ ও আন্তরিকতা ছিল অনেক। তাদের অনিঃশেষ ব্যস্ত জীবনকে ইসলাম ও কুরআনের কাছাকাছি আনতে তার চেষ্টা ছিল বিরামহীন। ১৯৯৪-৯৫ সালে তিনি অনিয়মিতভাবে ইংরেজি শিক্ষিত দ্বীনদারদের কুরআনের ভাষা শেখানোর ক্লাশ শুরু করেন। বুয়েটের বাইতুস সালাম মসজিদে পরিচালিত এই ক্লাশের নাম ছিল *Learning the Language of Holy Quran* (LLHQ)। এর সঙ্গে প্রফেসর হযরত রহ. আরেকটি কথা বলতেন, *Beginning with a Beginner* (BWB)। সুতরাং ক্লাশের পুরো নাম LLHQ(BWB)। এটি এখনো চলছে। সপ্তাহে একদিন। প্রতি মঙ্গলবার। বাদ এশা। মাত্র এক ঘণ্টা। এরই মধ্যে অনেকে এ ক্লাশে অংশগ্রহণ করে দ্বীনের পথে অনেক এগিয়ে গেছেন। প্রফেসর হযরত রহ.-এর কুরআনের ভাষা শিক্ষা পদ্ধতিই এ কিতাবের মূল উপজীব্য। এ পদ্ধতি যেমন সহজ, তেমনি আকর্ষণীয়।

প্রফেসর হযরত রহ.-এর জীবদ্দশাতেই তার নির্দেশনায় কিতাবটি সংকলন করেছিলেন মাওলানা মুশাররফ হুসাইন সাহেব। হাফেজ, আলেম। ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, বসুন্ধরা, ঢাকা থেকে *ফিকহ* বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা সম্পন্ন করেছেন। তারপর থেকেই প্রফেসর হযরত রহ. কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মুহাম্মাদিয়া মাখযানুল উলুম মাদরাসায় শিক্ষকতা করছেন। মাদরাসার ব্যস্ততার পাশাপাশি প্রফেসর হযরত রহ.-এর নির্দেশ মোতাবেক বুয়েটের সেই LLHQ ক্লাশের দায়িত্বও পালন করে যাচ্ছেন।

মূলত ইংরেজি শিক্ষিত দ্বীনদারদের উদ্দেশ্যে কিতাবটি রচনা করা হয়েছে এবং LLHQ ক্লাশের আদলেই এটিকে সাজানো হয়েছে। এ

বিষয়ে বিভিন্ন প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও এটি একটি ভিন্ন প্রয়াস। কিতাবটি সংজ্ঞা নির্ভর নয়, বরং উদাহরণ নির্ভর। এখানে আরবি ব্যাকরণের কঠিন শিরোনাম পরিহার করে পরিচিত শব্দে ব্যাকরণের দিকটি বর্ণনা করা হয়েছে। সাধারণ আরবি ভাষার কথামালার পরিবর্তে সরাসরি কুরআন মাজীদ থেকে উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে। আরবি ব্যাকরণের বিশাল ভাণ্ডার থেকে বিষয়বস্তু সংক্ষেপিত করে জরুরী এমনসব বিষয় সন্নিবেশিত করা হয়েছে, যাতে পাঠকরা সহজেই কুরআনের ভাষা শেখার ক্ষেত্রে অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারেন। ঈমান, আমল এবং দুনিয়া-আখিরাতের মর্যাদা কুরআনের সঙ্গে সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল। এ সম্পর্ককে বাড়ানোর ক্ষেত্রে সব শ্রেণির পাঠকের জন্যই এ কিতাবটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে আশা করি।

কিতাবটি ত্রুটিমুক্ত করার সার্বিক চেষ্টা করা হয়েছে। মাওলানা মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, মাওলানা মুহাম্মাদ আরীফুর রহমান, মাওলানা মুহাম্মাদ আতীক উল্লাহ, মুহাম্মাদ হেমায়েত হোসেন সাহেবসহ আরও অনেকে এর পাণ্ডুলিপি দেখে দিয়েছেন, গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। সুহৃদ পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো অসঙ্গতি ধরা পড়লে তা জানানোর অনুরোধ করা হলো। আল্লাহ তাআলা এ লেখাকে কবুল করুন। যারা এ লেখা প্রকাশের ব্যাপারে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদেরকেও কবুল করুন। সবাইকে এর উসিলায় বিনা হিসেবে জান্নাত নসীব করুন। আমীন।

মুহাম্মাদ আদম আলী
প্রকাশক, মাকতাবাতুল ফুরকান

২৩ নভেম্বর ২০২৩

কিছু কথা

হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান রহ. ইংরেজি শিক্ষিত দ্বীনদার ভাইদের জন্য *পবিত্র কুরআনের ভাষা শিক্ষা* নামে একটি কোর্স পরিচালনা করতেন। মহান রাব্বুল আলামীন আমাকে উক্ত দরসে দীর্ঘদিন যাবৎ শরিক থাকার তাওফীক দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ।

প্রফেসর হযরত রহ. এই দরস চালু করেন ১৯৯৪-৯৫ সালের দিকে। আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ যে কোনো দ্বীনি কাজ খুবই গুরুত্ব ও ইস্তেকামাতের সঙ্গে আঞ্জাম দিয়ে থাকেন। তাদের অনেক কাজ আমাদের দৃষ্টিতে খুব ছোট মনে হয়, কিন্তু তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এসব ছোট ছোট দ্বীনি কাজে খুবই গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। হযরতের এই দরস ঐরকমই একটি দ্বীনি কাজ যেখানে ছাত্র সংখ্যা খুবই কম এবং তা-ও অনিয়মিত, অনির্দিষ্ট। যারা এ কোর্সে অংশগ্রহণ করত, তারা সংখ্যায় যা-ই হোক, হযরত তাদেরকে খুব যত্নসহকারে পড়াতেন। সপ্তাহের প্রতি মঙ্গলবার এ দরস অনুষ্ঠিত হতো। এজন্য এ দিনটিতে সাধারণত তিনি অন্য কোনো প্রোগ্রাম রাখতেন না। কখনো কখনো অনেক দূরের সফর থেকে ফিরে সামান্য সময়ের জন্য হলেও এই দরসে সময় দিতেন। রমাযান মাস ছাড়া বছরের প্রায় প্রতিটি মঙ্গলবার বাদ এশা এক ঘণ্টা বুয়েটের বাইতুস সালাম মসিজদে হযরত এই দরস পরিচালনা করতেন। তিনি কোনো কারণে এই দরসে উপস্থিত হতে না পারলে দরস বন্ধ রাখতেন না। আমাকে তা চালু রাখতে বলতেন।

কুরআন মাজীদ শুদ্ধ করে তিলাওয়াত করা প্রত্যেক মুসলিমের অন্যতম দায়িত্ব। হযরত দরসে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি লক্ষ রাখতেন। তাই তিনি এই দরস কুরআন তিলাওয়াতের মশকের মাধ্যমে শুরু করতেন। যেসব আয়াত আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, মানুষকে আল্লাহমুখী করে এবং আল্লাহ তাআলার মহান কুদরতের দিকে ইশারা করে— হযরত সাধারণত সেসব আয়াতগুলোই দরসে পড়ানোর জন্য বাছাই

করতেন। তিনি বোর্ডে আয়াত লিখে প্রতিটি শব্দকে পৃথক পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করতেন। একই মূল অক্ষর হতে গঠিত বিভিন্ন আরবি শব্দের ব্যবহার কুরআন মাজীদ থেকে তিনি পেশ করতেন। বিশেষ করে *বাব* এর ভিন্নতার জন্য অর্থের পার্থক্য ছাত্রদের সামনে উপস্থাপন করতেন। কুরআনের সাথে প্রফেসর হযরত রহ.-এর সম্পর্ক ছিল অনেক গভীর। কুরআন বোঝার জন্য তিনি নিরবচ্ছিন্ন মেহনত করেছেন। সেই মেহনতের সুফল হিসেবে আল্লাহ তাআলা তাকে কুরআনের যে ফাহাম ও বুঝ-সমঝ দান করেছিলেন এবং কুরআনের মর্ম ও বিষয়বস্তু যতটা তিনি আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন, সচারচর তার নজীর কম দেখা যায়। তিনি উদাহরণ পেশ করতেন কুরআনের আয়াত দিয়ে। এক আয়াতের ব্যাখ্যায় আরেক আয়াত পেশ করতেন।

উলামায়ে কেরাম দীর্ঘদিন পড়াশোনা করে আরবি ব্যাকরণ ও আরবি সাহিত্যের উপর পাণ্ডিত্য অর্জন করে থাকেন। কুরআনের আয়াতের ব্যাকরণ সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ ইলম তাদের নিকট রয়েছে। তাছাড়া তাফসীর ও উলূমে কুরআন এবং হাদীস ও ফিকহের পুরো ভাণ্ডার তো তাদের কাছে আছেই। প্রফেসর হযরত রহ. এ দরসে ছাত্রদের এ বিষয়ে উলামায়ে কেরামের যোগ্যতা ও পারদর্শিতার কথা বার বার আলোচনা করতেন। তিনি বলতেন, আমাদের এই দরস মূলত প্রাথমিক ছাত্রদের জন্য আরবির বেসিক গ্রামারের আলোচনা। আমাদের এই প্রচেষ্টা একটি টেকনিক্যাল কোর্সের মতো। বুয়েটে চার বছর পড়া বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার আর পলিটেকনিক্যাল কলেজে দুই বছর বছর পড়া টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার এক নয়। তাই সঠিক উপলব্ধির জন্য আলেমদের সোহবতের কোনো বিকল্প নেই।' তার এই আলোচনার কারণে অনেক ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তিগণ মাদরাসা ও আলেমমুখী হয়েছেন। আলেমদের মর্যাদা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন।

প্রফেসর হযরত রহ.-এর এই মূল্যবান দরস থেকে আমি নিজেও অনেক উপকৃত হয়েছি। তার দরসে আরবি ব্যাকরণের গুরুত্বপূর্ণ নিয়মাবলীর সহজ উপস্থাপন আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমি মাদরাসায় আরবি ব্যাকরণের কিতাব পড়াই। চেষ্টা করি প্রতিটি উদাহরণ কুরআন

মাজীদ থেকে পেশ করার। যতটুকু পারি, তা একমাত্র উক্ত দরসের অবদান। কুরআন মাজীদের এক আয়াত দিয়ে অন্য আয়াতের ব্যাখ্যা করা খুব গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন কাজ। আমি মাদরাসায় কুরআন তরজমাও পড়াই। এক্ষেত্রে এ দরসের অবদান অনেক। আয়াতে আয়াতে হযরতের কথাগুলো মনে পড়ে। কুরআন তরজমার দরসে সেগুলো ছাত্রদের সামনে উপস্থাপন করতে পারাকে আমি আমার জীবনের অনেক বড় সৌভাগ্য মনে করি।

আমাদের বক্ষ্যমান এই কিতাবটিতে হযরতের উক্ত দরসের সেই সহজ পদ্ধতি পেশ করা হয়েছে। ২০০৮ সালে আমি এই কিতাবটি হাতে লিখে তৈরি করি। হযরত এটা দেখে খুব খুশি হয়েছেন, দুআ করেছেন, উৎসাহ দিয়েছেন। কমান্ডার (অব.) মুহাম্মাদ আদম আলী ভাই প্রফেসর হযরত রহ.-এর এই দরসের একেবারে শুরুর দিকের ছাত্র। হযরত তাকে খুব মহব্বত করতেন। উত্তরায় কুরআনের ভাষা শিক্ষার উপর ক্লাশ চালু হলে হযরত তাকে এ কাজে নিয়োজিত করেন। তিনি হযরতের নির্দেশেই আমার হাতে লেখা কিতাবটিকে গ্রন্থাকারে সুন্দর করে সাজিয়েছেন। তার প্রকাশনা *মাকতাবাতুল ফুরকান* থেকে কিতাবটি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা দুনিয়া-আখিরাতে তাকে উত্তম বদলা দিন।

বক্ষ্যমান কিতাবটি প্রকাশের ক্ষেত্রে সুপরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন হযরতের দুই খলীফা এবং আমার প্রিয় উস্তাদ—মাওলানা জালালুদ্দীন এবং মাওলানা মুহাম্মাদ আরীফুর রহমান দামাত বারাকাতুহুম। আল্লাহু তাআলা তাদের এবং এ কিতাবের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতাকে কবুল করে নিন। আমীন।

মাওলানা মুশাররফ হুসাইন
মুহাম্মাদিয়া মাখযানুল উলুম মাদরাসা
উত্তরা, ঢাকা

إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ قُرْءَٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝٢

আমি একে আরবি ভাষায় কুরআন রূপে অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পারো।

▶ (সূরা ইউসুফ, ১২ : ২)

সূচীপত্র

১। শব্দ ও বিশেষ্য ১৩
২। দুই বিশেষ্যের মধ্যে সম্পর্ক ১৬
৩। অতীতকালের ক্রিয়াপদ ১৯
৪। বর্তমান / ভবিষ্যত কালের ক্রিয়াপদ ২৩
৫। আদেশ ও নিষেধসূচক ক্রিয়াপদ ২৭
৬। সর্বনাম ৩৩
৭। কর্তার আলোচনা ৩৭
৮। কর্মপদের আলোচনা ৪০
৯। হরফে যর বা পদান্বয়ী অব্যয় ৪৩
১০। বাব (بَابٌ, *The Gate*)-এর আলোচনা ৪৬
▶তিন অক্ষর বাব নিয়ে আলোচনা (৪টি) ৪৮
▶তিন অক্ষর প্লাস বাব নিয়ে আলোচনা (৮টি) ৫২
১১। অনিয়মিত বা অবিশুদ্ধ ক্রিয়াপদ ৬৩
▶কুরআন মাজীদে ব্যবহৃত কিছু ক্রিয়াপদ ৭৬
১২। কর্তাবাচক এবং কর্মবাচক বিশেষ্য ৯০
১৩। আমলকারী শব্দের আলোচনা ৯৪
১৪। আমলকারী ক্রিয়াপদের আলোচনা ১০০
১৫। আমলকারী বিশেষ্যের আলোচনা ১০২
১৬। পরিবর্তনশীল ও অপরিবর্তনশীল শব্দ ১০৬
১৭। বচন ১০৯
১৮। বর্তমান কালের ক্রিয়াপদের إِعْرَابٌ ১১৭
১৯। কর্মবাচ্যসূচক (*Passive*) ক্রিয়াপদ ১২৬
২০। কর্তা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ১৩২
২১। বিবিধ বিষয় ১৩৭
২২। কুরআন মাজীদের আয়াতের বিশ্লেষণ ১৪৪

২৩। কিছু জরুরী বিষয় ১৭১
▶কর্তাবাচক এবং কর্মবাচক বিশেষ্যে ১৭১
▶অতীতকালের কিছু প্রকারভেদ ১৭৩
▶কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ্য ১৭৪
▶বিশেষ্য দ্বারা গঠিত পরিপূর্ণ বাক্য ১৭৫
▶নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট বিশেষ্যের আলোচনা ১৭৭
২৪। শব্দকোষ ১৭৮
২৫। গ্রন্থপঞ্জী ১৮৪

প্রথম অধ্যায়

শব্দ ও বিশেষ্য

শব্দ (اَلْكَلِمَةُ, *The Word*)

আরবি ভাষায় বাক্যের অন্তর্গত শব্দ (Parts of Speech) তিনভাগে বিভক্ত।

- ✓ বিশেষ্য (اِسْمٌ, *Noun*) : সময়ের সঙ্গে সম্পর্কহীন অর্থবোধক যে কোনো শব্দ। এর মধ্যে বাংলা ভাষার বিশেষ্য, বিশেষণ এবং সর্বনাম (Noun, Pronoun, Adjective and Adverb) অন্তর্ভুক্ত। যেমন, شَمْسٌ, كِتَابٌ ইত্যাদি।

- ✓ ক্রিয়া (فِعْلٌ, *Verb*) : ত্রিমাত্রিক সময়ের সঙ্গে (অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ) সম্পর্কযুক্ত অর্থবোধক যে কোনো শব্দ। যেমন,دَخَلَ, كَتَبَ ইত্যাদি।

- ✓ অব্যয় (حَرْفٌ, *Particle*) : যে শব্দ বিশেষ্য কিংবা ক্রিয়া নয়, তাকে حَرْفٌ বলে। এর মধ্যে ইংরেজি ভাষার Preposition, Conjunction এবং Interjection অন্তর্ভুক্ত। যেমন, عَلٰى, اِلٰى ইত্যাদি।

বিশেষ্য (اِسْمٌ, *Noun*)

নির্দিষ্ট এবং অনির্দিষ্ট বিশেষ্য (*Definite and Indefinite Noun*)

(اَلْ যুক্ত এবং اَلْ বিহীন শব্দ)

اَلْ বিহীন কিছু শব্দ (অনির্দিষ্ট বিশেষ্য) :

একটি ঘর	بَيْتٌ
একটি বই	كِتَابٌ
একটি রাস্তা	طَرِيْقٌ
একটি মসজিদ	مَسْجِدٌ

اَلْ বিহীন কিছু শব্দের শুরুতে اَلْ যোগ করে দেখানো হলো (নির্দিষ্ট বিশেষ্য):

ঘরটি	اَلْ + بَيْتٌ = اَلْبَيْتُ
বইটি	اَلْ + كِتَابٌ = اَلْكِتَابُ
রাস্তাটি	اَلْ + طَرِيْقٌ = اَلطَّرِيْقُ
মসজিদটি	اَلْ + مَسْجِدٌ = اَلْمَسْجِدُ

اَلْ এর কারণে শব্দের পরিবর্তন :

বিশেষ্যের শেষ অক্ষরে তানবীন এর পরিবর্তে হরকত হয়।

অনুশীলনী

১। নিচের শব্দগুলোর শুরুতে اَلْ যোগ কর।

بَحْرٌ	كِتَابٌ	قَمَرٌ	شَمْسٌ
سَاعَةٌ	لَيْلٌ	قَلَمٌ	نَجْمٌ

২। নিচের শব্দগুলো থেকে اَلْ বাদ দিয়ে মূল শব্দ লিখ।

اَلْقَاتِلُ	اَلْمُجَاهِدُ	اَلْمُنَافِقُ	اَلْقُرْاٰنُ
اَلْقَاتِلُ	اَلسَّبِيْلُ	اَلْاُمَّةُ	اَلشَّجَرَةُ

৩। নিচের আয়াতগুলো থেকে اَلْ যুক্ত ও اَلْ ছাড়া বিশেষ্যগুলো বাছাই কর।

بَلْ عَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا شَيْءٌ
عَجِيْبٌ ۝٢ ءَاِذَا مِتْنَا وَ كُنَّا تُرَابًا ۚ ذٰلِكَ رَجْعٌۢ بَعِيْدٌ ۝٣ قَدْ عَلِمْنَا مَا
تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ ۚ وَ عِنْدَنَا كِتٰبٌ حَفِيْظٌ ۝٤ بَلْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ
لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِيْٓ اَمْرٍ مَّرِيْجٍ ۝٥ اَفَلَمْ يَنْظُرُوْٓا اِلَى السَّمَآءِ
فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنٰهَا وَ زَيَّنّٰهَا وَ مَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ ۝٦
اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ
اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ؕ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ وَّ لَا شَفِيْعٍ ؕ اَفَلَا
تَتَذَكَّرُوْنَ ۝٤ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ
فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗٓ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ۝٥

দ্বিতীয় অধ্যায়

দুই বিশেষ্যের মধ্যে সম্পর্ক

অর্থ	ব্যবহৃত রূপ
আল্লাহর রাসূল	رَسُوْلٌ + اَللّٰهُ = رَسُوْلُ اللّٰهِ
আল্লাহর কিতাব	كِتَابٌ + اَللّٰهُ = كِتَابُ اللّٰهِ
আল্লাহর ওয়াদা	وَعْدٌ + اَللّٰهُ = وَعْدُ اللّٰهِ
বিচার দিবস	يَوْمٌ + اَلدِّيْنُ = يَوْمُ الدِّيْنِ
আল্লাহর দাস	عَبْدٌ + اَللّٰهُ = عَبْدُ اللّٰهِ
যিকিরওয়ালা	اَهْلٌ + اَلذِّكْرُ = اَهْلُ الذِّكْرِ
ঘরের হজ	حَجٌّ + اَلْبَيْتُ = حَجُّ الْبَيْتِ

উপরের উদাহরণগুলোতে লক্ষ করলে দেখা যাবে, দুটি বিশেষ্যের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার ক্ষেত্রে দুটি পরিবর্তন হয়েছে—

- ✓ ১। প্রথম শব্দের শেষ হরফের দুই পেশ-এর পরিবর্তে এক পেশ হয়েছে। অর্থাৎ তানবীন হরকত হয়েছে।
- ✓ ২। দ্বিতীয় শব্দের শেষ হরফে যের হয়েছে।